ষষ্ঠ অধ্যায়

বহি: খাত

[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহ মন্দা কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসায় বিশ্ব বাণিজ্যের গতিধারা গত বছরের শেষার্ধ থেকে ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের রপ্তানি খাতের দৃঢ়তা ও বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকায় দেশের অর্থনীতি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের তৈরি পোষাক ও নীটওয়্যার রপ্তানি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় উভয়ই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স প্রবাহের কিছুটা হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের কারণে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৮২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানির প্রবৃদ্ধি ১৬.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,০৯৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সালে চলতি হিসাবের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২,১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২০.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।]

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

বিগত কয়েক বছরের সংকট কাটিয়ে আবারও পুনরুদ্ধারের পথে এগুচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি, বাড়ছে বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের *World Economic Outlook, April 2014* অনুযায়ী ২০১৩ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.০ শতাংশ যা ২০১২ সালে ছিল ২.৮ শতাংশ। *Outlook*-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৪ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৩ শতাংশ হতে পারে। ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতে পারে। এ সময় প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। অন্যদিকে, *Outlook, April 2014* অনুযায়ী ২০১৩ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে ১.৪ শতাংশ ও ২.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে (২০১২) ছিল ১.১ শতাংশ ও ২.১ শতাংশ। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১২ সালে ছিল ৫.৮ শতাংশ যা ২০১৩ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে ও ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ২০১২ সালে ছিল ৪.২ শতাংশ যা ২০১৩ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৪ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশ ও ৪.২ শতাংশে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি হ্রাস পেয়ে ৫.২ শতাংশ ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫.০ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে *Outlook* এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে অবস্থান করবে। নিম্নের সারণি ৬.১-এ বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা তুলে ধরা হ'লঃ

সারণি ৬.১: বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা পরিবর্তন)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	২.৮	৩.০	৪.৩	৫.৩
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	১.১	১.৪	৩.৫	৪.৫
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৫.৮	৫.৬	৫.২	৬.৩
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	২.১	২.৩	৪.২	৪.৮
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.২	৪.৪	৫.০	৬.২

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2014, IMF.

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালে ৪,২৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৩৫.০২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২,৭৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আয় হিসাবে ঘাটতি শতকরা ৮.৫৫ ভাগ এবং মাধ্যমিক আয় প্রবাহ খাতে ঘাটতি শতকরা ৭.০৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, সেবা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১৫.৭৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় যার ফলে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ শতকরা ৪৬.৬১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২,১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১,৪৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৭৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ খাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৯২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য পরিস্থিতি ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত গতিধারা লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হলো। এছাড়া, ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো।

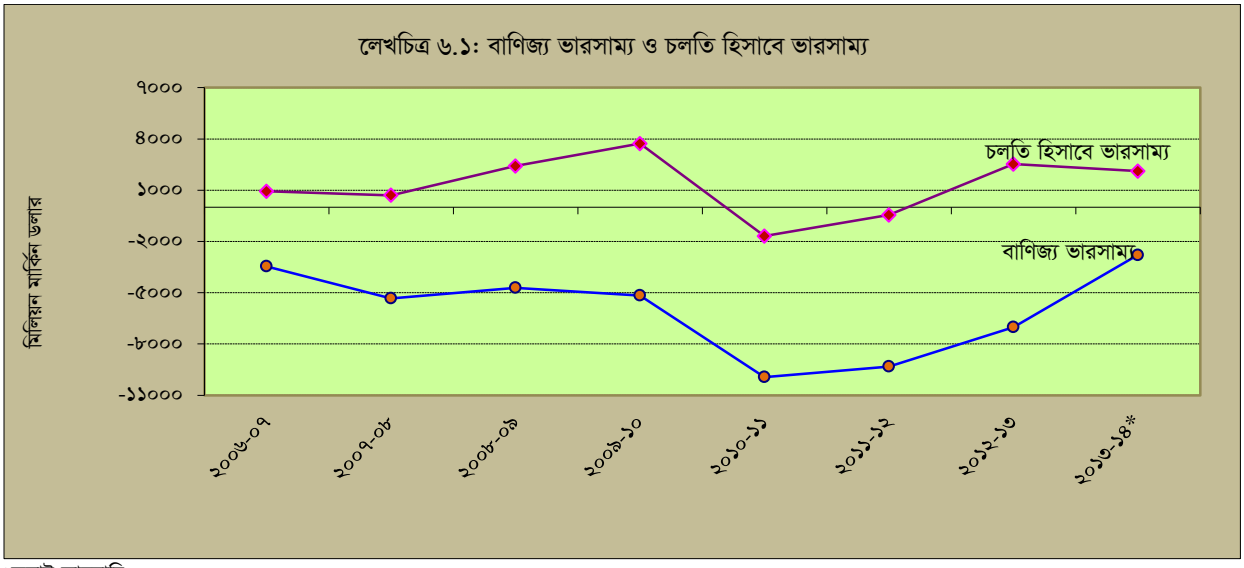

*জুলাই-জানুয়ারি

সারণি ৬.২: বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর '০৮	অর্থবছর '০৯	অর্থবছর '১০	অর্থবছর '১১	অর্থবছর '১২	অর্থবছর'১৩*	অর্থবছর'১৪**
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৫৩৩০**	**-৪৭১০**	**-৫১৫৫**	**-৯৯৩৫**	**-৯৩২০**	**-৭০১০**	**-২৭৮৭**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১৪১৫১	১৫৫৮১	১৬২৩৩	২২৫৯২	২৩৯৮৯	২৬৫৬৬	১৭২২৭
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-১৯৪৮১	-২০২৯১	-২১৩৮৮	-৩২৫২৭	-৩৩৩০৯	-৩৩৫৭৬	-২০০১৪
সেবা	**-১৫২৫**	**-১৬১৬**	**-১২৩৩**	**-২৬১২**	**-৩০০১**	**-৩১৫৯**	**-২২৪৪**
গ্রহণ	১৮৯১	১৮৩২	২৪৭৮	২৫৭৩	২৬৯৪	২৮৩০	১৯৩৫
প্রদান	-৩৪১৬	-৩৪৪৮	-৩৭১১	-৫১৮৫	-৫৬৯৫	-৫৯৮৯	-৪১৭৯
প্রাথমিক আয়	**-৯৯৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৫৪**	**-১৫৪৯**	**-২৩১৫**	**-১২৭২**
গ্রহণ	২১৭	৯৫	৫২	১২৪	১৯৩	১২১	১২৮
প্রদান	-১২১১	-১৫৭৯	-১৫৩৬	-১৫৭৮	-১৭৪২	-২৪৩৬	-১৪০০
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	*-২৩৪*	*-২৩৮*	*-২১৫*	*-৩৪৫*	*-৩৭৩*	*-৪৭০*	-২৬২
মাধ্যমিক আয়	**৮৫৫১**	**১০২২৬**	**১১৫৯৬**	**১২৩১৫**	**১৩৪২৩**	**১৫০০৯**	**৮৪২৩**
সরকারি	১৪৯	৭২	১২৭	১০৩	১০৬	৬৪	২২
বেসরকারি	৮৪০২	১০১৫৪	১১৪৬৯	১২২১২	১৩৩১৭	১৪৯৪৫	৮৪০১
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭	১১৫১৩	১২৭৩৪	১৪৩৩৮	৭৯৬৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**৭০২**	**২৪১৬**	**৩৭২৪**	**-১৬৮৬**	**-৪৪৭**	**২৫২৫**	**২১২০**
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব	**১১৯**	**-৩৭৪**	**-১৩৯**	**১০৭৫**	**১৯১৮**	**৩৩৬৭**	**১১৪**
মূলধনী হিসাব	**৫৭৬**	**৪৫১**	**৫১২**	**৬৪২**	**৪৮২**	**৫৮৮**	**২৮৮**
মূলধনী হস্তান্তর	৫৭৬	৪৫১	৫১২	৬৪২	৪৮২	৫৮৮	২৮৮
আর্থিক হিসাব	**-৪৫৭**	**-৮২৫**	**-৬৫১**	**৪৩৩**	**১৪৩৬**	**২৭৭৯**	**-১৭৪**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)/১	৭৪৮	৯৬১	৯১৩	৭৭৫	১১৯১	১৩০০	৯৮০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৪৭	-১৫৯	-১১৭	-১০৯	২৪০	২৮৭	৩৩৭
অন্যান্য বিনিয়োগ	**-১২৫২**	**-১৬২৭**	**-১৪৪৭**	**-২৩৩**	**৫**	**১১৯২**	**-১৪৯১**
মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (এমএলটি) প্রাপ্তি	১৩৩৮	১২০৪	১৫৮৯	১০৩২	১৫৩৯	২১৩৪	১২৫৯
মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (এমএলটি) পরিশোধ	-৫৮০	-৬৪১	-৬৮৭	-৭৩৯	-৭৮৯	-৯০৬	-৬৮৬
অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (নীট)	-৬	-৭০	-১৫১	-১০১	৭৯	-১৪৫	৬১
অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ (নীট)	-১৬০	-১৬৯	৬২	৫৩১	২৪২	-২৪৪	-৪৫০
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-৬০৩	-৬৫০	-৯০২	-৬৬১	-১১১৮	২৬৩	**০**
অন্যান্য পরিসম্পদ	-১১০৮	-১২৭৭	-১০৪৩	-১৩৫			-১৫৭০
বাণিজ্যক ব্যাংক	-১৩৩	-২৪	-৩১৫	-১৬০	৫২	৯০	-১০৫
পরিসম্পদ	-১৪৬	-১২৯	-৪১০	-৪৫২	-৪৪৩	-৩৯৬	-৪৩৮
দায়	১৩	১০৫	৯৫	২৯২	৪৯৫	৪৮৬	৩৩৩
ভুল ভ্রান্তি	**-৪৯০**	**১৬**	**-৭২০**	**-২৬৩**	**-৯৭৭**	**-৭৬৪**	**-৫২৬**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৩৩১**	**২০৫৮**	**২৮৬৫**	**-৬৫৬**	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**২৭৬০**
সংরক্ষিত পরিসম্পদ	**-৩৩১**	**-২০৫৮**	**-২৮৬৫**	**৬৫৬**	**-৪৯৪**	**-৫১২৮**	**-২৭৬০**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫	৬৫৬	-৪৯৪	-৫১২৮	-২৭৬০
পরিসম্পদ	-৭৯৯	-১৮৮৩	-৩৬১৬	৪৮১	-২৯৩	-৫১৯৬	-২৬৬০
দায়	৪৬৮	-১৭৫	৭৫১	১৭৫	-২০১	৬৮	-১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ১/ এন্টারপ্রাইজ সার্ভের ভিত্তিতে * সংশোধিত। ** জুলাই-জানুয়ারি (সাময়িক)

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয় ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় শতকরা ১৪.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৮২৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আলোচ্য সময়কালেও অব্যাহত থাকে। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চামড়া (শতকরা ৪৪.২ ভাগ), পাদুকা (শতকরা ৩১.৮ ভাগ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (শতকরা ২৫ ভাগ), হিমায়িত খাদ্য (শতকরা ২৪.১ ভাগ), নীটওয়্যার (শতকরা ১৭.৫ ভাগ), তৈরি পোশাক (শতকরা ১৫.৯ ভাগ) এবং অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য খাতে (শতকরা ৩১.৭ ভাগ) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (শতকরা ৫১.৮ ভাগ) কাঁচা পাট (শতকরা ৪৭.৮ ভাগ), এবং পাটজাত পণ্য (শতকরা ১২.৮ ভাগ) খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানিতে শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
১। প্রাথমিক পণ্য	১২৬৭	১৩১০	৮৯৯	৫.২	৪.৮	৪.৫	-৩.৭	৩.৪	৫.৮
ক) হিমায়িত খাদ্য	৫৯৮	৫৪৪	৪৫৮	২.৫	২.০	২.৩	-৪.৩	-৯.০	২৪.১
খ) চা	৩	২	২	০.০	০.০	০.০	০.০	-৩৩.৩	০.০
গ) কৃষিজাত পণ্য	৩০৪	৩৫১	২২৬	১.৩	১.৩	১.১	১৬.০	১৫.৫	০.০
ঘ) কাঁচাপাট	২৬৬	২৩০	৮০	১.১	০.৯	০.৪	-২৫.৫	-১৩.৫	-৪৭.৪
ঙ) অন্যান্য	৯৬	১৮৩	১৩৩	০.৪	০.৭	০.৭	৩৯.১	৯০.৬	৩১.৭
২। শিল্পজাত পণ্য	২৩০৩৫	২৫৭১৭	১৮৯৩০	৯৪.৮	৯৫.২	৯৫.৫	৬.৬	১১.৬	১৪.৪
ক) তৈরি পোশাক	৯৬০৩	১১০৪০	৮২২৮	৩৯.৫	৪০.৮	৪১.৫	১৩.৯	১৫.০	১৫.৯
খ) নীটওয়্যার	৯৪৮৬	১০৪৭৬	৭৯১০	৩৯.০	৩৮.৮	৩৯.৯	০.০	১০.৪	১৭.৫
গ) চামড়া	৩৩০	৪০০	৩৩৩	১.৪	১.৫	১.৭	১০.৭	২১.২	৪৪.২
ঘ) পাটজাত পণ্য	৭০১	৮০১	৪৫৫	২.৯	৩.০	২.৩	-৭.৫	১৪.৩	-১২.৮
ঙ)রাসায়নিক দ্রব্য	১০৩	৯৩	৬৮	০.৪	০.৩	০.৩	-১.৯	-৯.৭	৩.০
চ) পাদুকা	৩৩৬	৪১৯	৩৭৭	১.৪	১.৬	১.৯	১২.৮	২৪.৭	৩১.৮
জ) প্রকৌশল সামগ্রী	৩৭৬	৩৬৮	২৩৫	১.৫	১.৪	১.২	২১.৩	-২.১	-৫.৬
ঝ) পেট্রোলিয়াম উপজাত	২৭৫	৩১৪	১১০	১.১	১.২	০.৬	৫.৪	১৪.২	-৫১.৮
ঞ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫	৬	৫	০.০	০.০	০.০	২৫.০	২০.০	২৫.০
ট) অন্যান্য	১৮২০	১৮০০	১২০৯	৭.৫	৬.৭	৬.১	৯.৪	-১.১	৬.৫
মোট রপ্তানি	**২৪৩০২**	**২৭০২৭**	**১৯৮২৯**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**৬.০**	**১১.২**	**১৪.০**

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। সারণি-৬.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ২,৭৯০.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৯.০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৫.৯৪ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (৯.৩২ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.৬৩ শতাংশ)। ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৬.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৮১.৪৪	৬৪৭.৯৬	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৬	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.১৭	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	২১৫৫.০০	৮২০.৭২	৭৭৮.২৫	৪১৮.৫১	২৮৯.৪৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭১.২১	৬৫৪৮.৪০
২০০৩-০৪	১৯৬৬.৫৮	১২৯৮.৫৪	৮৯৮.২১	৫৫২.৯৬	৩২৬.৯৫	৩১৫.৯৩	২৯০.৪৪	২৮৪.৩৩	১১৮.১৬	১৫৫০.৮৯	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫	২৪১২.০৫	১৩৫৩.৮০	৯৪৩.১৭	৬২৬.১৭	৩২৫.৪৩	৩৬৯.১৮	২৯১.৯৪	৩৩৫.২৫	১২২.৪১	১৮৭৫.১২	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬	৩০৩৯.৭৭	১৭৬৩.৩৮	১০৫৩.৭৪	৬৭৮.৯৪	৩৫৯.৩৩	৪২৭.৮৯	৩২৭.২০	৪০৬.৯৭	১৩৮.৪৫	২৩৩০.৪৯	১০৫২৬.১৬
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০২	১৯৫৫.৩৮	১১৭৩.৯৫	৭৩১.৭৬	৪৩৫.৮২	৫১৫.৬৬	৪৫৯.০১	৪৫৭.২১	১৪৭.৪৭	২৮৬০.৫৮	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৫৬	২১৭৪.৭৪	১৩৭৪.০৩	৯৫৩.১৩	৪৮৮.৩৯	৫৭৯.২৩	৬৫৩.৮৮	৫৬৪.৪৩	১৭২.৫৬	৩৫৫৯.৮৫	১৪১১০.৮০
২০০৮-০৯	৪০৫২.০০	১৫০১.২০	২২৬৯.৭০	১০৩১.০৫	৪০৯.৮০	৬১৫.৫১	৯৭০.৮০	৬৬৩.২০	২০২.৬০	৩৮৪৯.৩৩	১৫৫৬৫.১৯
২০০৯-১০	৩৯৫০.৪৭	২১৮৭.৩৫	১৫০৮.৫৪	১০২৫.৮৮	৩৯০.৫৪	৬২৩.৯২	১০১৬.৮৮	৬৪৮.১৯	৩৩০.৫৬	৪৫২২.৩৩	১৬২০৪.৭০
২০১০-১১	৫১০৭.৫২	৩৪৩৮.৭০	২০৬৫.৩৮	১৫৩৭.৯৮	৬৬৬.২৪	৮৬৬.৪২	১১০৭.১৩	৯৪৪.৬৭	৪৩৪.১২	৬৭৫৬.২২	২২৯২৪.৩৮
২০১১-১২	৫১০০.৯১	৩৬৮৮.৯৮	২৪৪৪.৫৭	১৩৮০.৩৭	৭৪১.৯৬	৯৭৭.৪১	৬৯১.৩	৯৯৩.৬৭	৬০০.৫৩	৭৬৮২.২০	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬০	৩৯৬২.৬০	২৭৬৪.৯০	১৫১৩.৮৯০	৭৩০.৮১	১০৩৬.৬০	৭১২.৪৭	১০৯০.০২	৭৫০.২৬	৯০৩৭.১১	২৭০১৮.২৬
২০১৩-১৪*	২৭৯০.৮৬	২৩৪১.৫৭	১৩৬৯.৩৩	৮২৭.০৫	৪৭৪.৯৮	৬১৬.১৩	২৩৩.১৫	৫৪৩.৮৭	৪৪৫.৪১	৫০৪৩.৪৬	১৪৬৮৫.৮১
শতকরা হার	১৯.০০	১৫.৯৪	৯.৩২	৫.৬৩	৩.২৩	৪.২০	১.৫৯	৩.৭০	৩.০৩	৩৪.৩৪	১০০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো * ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩,০৯৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৬.৫২ ভাগ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৩৪,০৮৩.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ৪.০ ভাগ বেশি।

সারণি ৬.৫: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	২৯১৬	২৯৪০	৫৬২৬	৪১৪৯	৪০৭৫	২৮৭৭
চাল	২৩৯	৭৫	৮৩০	২৮৮	৩০	১২৬
গম	৬৪৩	৭৬১	১০৮১	৬১৩	৬৯৬	৬৮২
তৈলবীজ	১৫৯	১৩০	১০৩	১৭৭	২৪২	২৬৩
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৫৮৪	৫৩৫	৯২৩	৯৮৭	১১০২	৪৮৩
তুলা	১২৯১	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪	২০০৫	১৩২৩
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৫০৩৫	৪৯৫৭	৭৫১১	৯২৬৩	৮৫২৯	৫৩৭০
ভোজ্য তৈল	৮৬৫	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪	১৪০২	১০৩৩
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	১৯৯৭	২০২১	৩৭৮৬	৩৯২২	৩৬৪২	২১৬৯
সার	৯৫৫	৭১৭	১২৪১	১৩৮১	১১৮৮	৭৪০
ক্লিংকার	৩১৪	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪	৪৮৭	৩২৯
স্টেপল ফাইবার	১১২	১১৮	১৮০	৪২৮	৪৫৪	২৬৬
সূতা	৭৯২	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪	১৩৫৬	৮৩৩
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	১৪২০	১৫৯৫	২৩২৫	২০০৫	১৮৩৫	১২৬৪
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	১৩১৩৬	১৪২৪৬	১৮১৯৬	২০০৯৯	১৯৬৪৫	১৩৫৮৫
সর্বমোট (সিআইএফ)	**২২৫০৭**	**২৩৭৩৮**	**৩৩৬৫৮**	**৩৫৫১৬**	**৩৪০৮৪**	২৩০৯৬
শতকরা পরিবর্তন	**৪.১**	**৫.৫**	**৪১.৮**	**৫.৫**	**-৪.০**	**১৬.৫**

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশভিত্তিক পণ্য আমদানির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ১৯.০ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৭ শতাংশ) ও সিংগাপুর (৬.০ শতাংশ)। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) দেশের আমদানি বাবদ মোট ১৮,৭৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬,৪৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	১১৮৪	৭০৯	৮২৪	৮৪৬	৪৭৮	৪১২	৪১১	২৪৮	১৪৮	৪০৭৫	৯৩৩৫
২০০১-০২	১০১৯	৮৭৮	৮৭১	৬৫৫	৪৪১	৩১২	৩৪৬	২৬১	১৪৫	৩৬১২	৮৫৪০
২০০২-০৩	১৩৫৮	৯৩৮	১০০০	৬০৫	৪৩৩	৩২৮	৩৩৩	২২৩	১৬৯	৪২৭১	৯৬৫৮
২০০৩-০৪	১৬০২	১১৯৮	৯১১	৫৫২	৪৩৩	৩৭৭	৪২০	২২৬	২৫৫	৪৯২৯	১০৯০৩
২০০৪-০৫	২০৩০	১৬৪২	৮৮৮	৫৫৯	৫৬৫	৪৩৯	৪২৬	৩২৯	২৭৬	৫৯৯৩	১৩১৪৭
২০০৫-০৬	১৮৬৮	২০৭৯	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩৩২	৭০৩৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৮	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০২৭	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩৮১৯	৩২১৪	১৫৫০	১২৩২	১০৪৬	৮৩৯	৭৮৮	৫৪২	৪৬৯	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৪	১৪২২	১১৮০	৬১৩	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১০৯৩	১৫২৯৮	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪*	২৫৬৫	৩৫৬৯	১১২৩	৫১৩	৩৪০	৪০৬	৫০৪	৩১৭	৯৪৫	৮৪৬৫	১৮৭৪৭
শতকরা হার	১৩.৭	১৯.০	৬.০	২.৭	১.৮	২.২	১.৭	২.৭	৫.০	৪৫.২	১০০.০

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে কেবল বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রা (মার্কিন ডলার) ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। সম্প্রতি রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স প্রবাহের কিছুটা হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের কারণে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৫ এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থেকে ৪,০৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে, যা ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে সর্বমোট ৪.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছিল। এছাড়াও, একই সময়ে বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য মুদ্রা বাজারের হাতিয়ারগুলোও (রিপো, রিভার্স রিপো ইত্যাদি) ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য ৫.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ৩০শে জুন ২০১৩ শেষে টাকার গড়ভারিত মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৭৫ টাকা। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে টাকার গড়ভারিত মূল্যমান প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৭৪ টাকায় দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স প্রবাহের কিছুটা হ্রাসের পাশাপাশি আমদানি ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার নিম্নমুখী চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের গড়ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার ছিল ডলার প্রতি ৫৮.৯৪ টাকা। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে গড়ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি- ৬.৭

মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার গড় ভারিত বিনিময় হার
২০০৪-০৫	৬১.৩৯
২০০৫-০৬	৬৭.০৮
২০০৬-০৭	৬৯.০৩
২০০৭-০৮	৬৮.৬০
২০০৮-০৯	৬৮.৮০
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.২১
২০১১-১২	৮১.৮৭
২০১২-১৩	৭৭.৭৫
২০১৩-১৪*	৭৭.৭৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৬.২: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

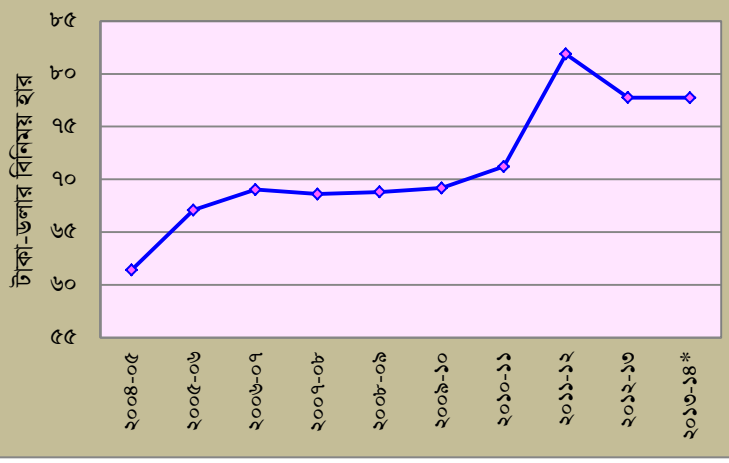

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে আমদানি ঋণপত্র স্থাপন করা হয় ২৫,৭৯৮.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অঙ্কের, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৩,১৫২.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের অঙ্ক দাঁড়ায় ২৫,৭০৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.২৫ শতাংশ বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অঙ্ক দাঁড়ায় ১০,৪৯৪.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের

তুলনায় ৫.৬৩ শতাংশ কম। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থবছর শেষে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের প্রবাহের উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- জরুরি আমদানির প্রয়োজনে বিদেশী সরবরাহকারীর অনুকূলে অগ্রিম প্রেরণের আবশ্যকতা হলে কোন ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক ৫,০০০ মার্কিন ডলার অগ্রিম হিসেবে প্রেরণ করতে পারবে। রপ্তানিকারকের নিজস্ব রিটেনশন কোটা হতে এ ধরণের অগ্রিম প্রেরণের ক্ষেত্রে এর সীমা প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক মার্কিন ডলার ১০,০০০ করা হয়েছে।

- আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক সরবরাহকারীর ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহের আবশ্যকতার ন্যূনতম সীমা সরবরাহকারীর পিআই ও ইন্ডেন্ট এর বিপরীতে যথাক্রমে ১০,০০০ মার্কিন ডলার ও ২০,০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে যেগুলো পূর্বে ছিল যথাক্রমে ৫.০ লক্ষ টাকা ও ১০.০ লক্ষ টাকা।

- রপ্তানিকারকদের উপকরণ আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের Export Development Fund (EDF) এর পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ১,০০০ মিলিয়নে উন্নীত করা হয়েছে। একক ঋণগ্রহীতার ঋণগ্রহণ সীমা ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। বৃহৎ তথা বাল্ক আকারে আমদানির জন্য BTMA, BGAPMEA, LFMEAB, BCWMA ইত্যাদি কয়েকটি রপ্তানিকারক সংগঠনের সদস্যদেরকে এ তহবিল হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে ।

- অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে স্থানীয় ওমরা হজ্ব এজেন্টের পক্ষে সৌদি আরবস্থ ওমরা হজ্ব সার্ভিস এজেন্সীর অনুকূলে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ সৌদি রিয়াল সমমানের ব্যাংক গ্যারান্টি/ পারফরমেন্স বন্ড ইস্যু করতে পারবে।

- ব্যক্তি ও অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশস্থ আন্তর্জাতিক পেশাদারী/বৈজ্ঞানিক সংস্থার অনুকূলে সদস্য ফি প্রেরণ করতে পারবে।

- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মত সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোও পরামর্শ সেবা ও প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ তাদের পূর্ববর্তী বৎসরের বিক্রয়ের অনধিক ১ শতাংশ এর সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে প্রেরণ করতে পারবে।

- বিদেশ হতে বাংলাদেশে আগমনকালে এবং বিদেশ যাওয়ার সময় বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে বহনযোগ্য বাংলাদেশী মুদ্রার পরিমাণ মাথাপিছু ২,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

- শিপিং লাইন্স/এয়ারলাইন্স/অনুমোদিত ফ্রেইট ফরোওয়ার্ডদেরকে রপ্তানি পণ্য পরিবহন/ অন্যান্য পরিচালন ব্যয় বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত মাশুলের বিপরীতে এফওবি আমদানিতে একই ধরণের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, এ প্রতিষ্ঠানগুলো এফওবি আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সেবা মাশুল গ্রহণ করতে পারবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- এজেন্সী সার্ভিসের বিপরীতে one-off basis এ বিদেশ হতে অর্জিত কমিশন টাকায় নগদায়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ১৮এ ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা হতে সুবিধাভোগীদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

- রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ঋণের সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে ইডিএফ ঋণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (অথরাইজড ডিলার) জন্য সুদের হার Six month USD LIBOR+1.0% এর পরিবর্তে Six month USD LIBOR+0.5% ধার্য্য করা হয়েছে এবং অর্থায়নকারী ব্যাংকগুলো গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদের হার Six month USD LIBOR+2.5% এর পরিবর্তে Six month USD LIBOR+1.5% ধার্য্য করছে। হ্রাসকৃত এ সুদের হার ১৫ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাসের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহের তুলনায় অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি পরিমাণ ৩০ জুন ২০১২ তারিখের ১০,৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে ১৫,৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। রপ্তানি আয়ের আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের পরিমিত প্রবৃদ্ধি এবং দেশে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিকভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ২০,৩৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ৩০ জুন, ২০০০ থেকে ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং এপ্রিল ২০১৪ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.১০-এ এবং লেখচিত্র ৬.৩- এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০০	১৬০২
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
৩০.০৬.২০০২	১৫৮৩
৩০.০৬.২০০৩	২৪৭০
৩০.০৬.২০০৪	২৭০৫
৩০.০৬.২০০৫	২৯৩০
৩০.০৬.২০০৬	৩৪৮৪
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৩.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৪.২০১৪	২০৩৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত।

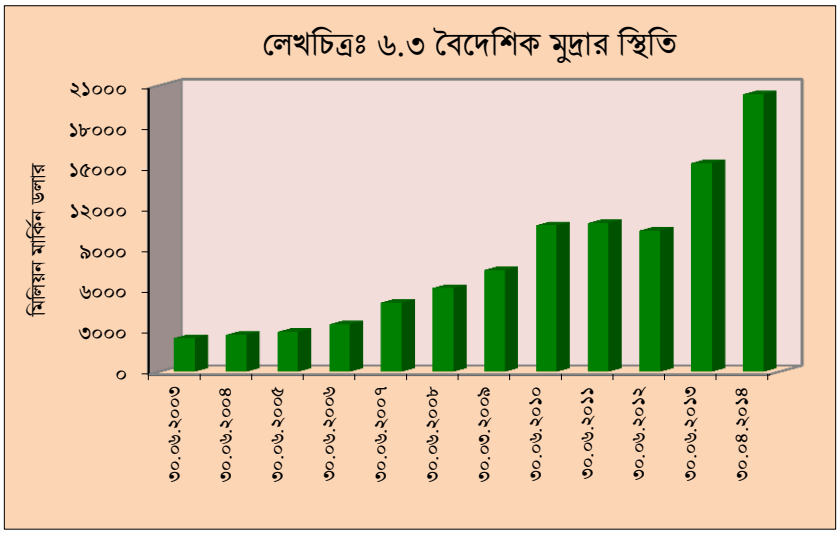

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-২০০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-২০০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-২০০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-২০০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-২০০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-২০০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-২০০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-২০০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-২০০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-২০১০	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১০-২০১১	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১১-২০১২	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১২-২০১৩	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১৩-২০১৪	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপ্রাণী ও হাঁসমুরগি, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষিখাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৩-১৪ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৪.৪৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫০

শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক শুল্ক আরোপ করা হয়। ৫টি ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর সম্পূরক শুল্কের ধাপগুলো ছিল ২০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ৪৫ শতাংশ, ৬০ শতাংশ, ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ, ২৫০ শতাংশ, ৩৫০ শতাংশ ও ৫০০ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের সাথে সম্পূরক শুল্কের একটি অতিরিক্ত ধাপ অর্থাৎ ১০ শতাংশ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংযোজিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই ধাপগুলো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আগের মতই আমদানির উপর ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর, ৫ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর ও ৪ শতাংশ হারে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থবছরের মত বর্তমান অর্থবছরে ২৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরী শুল্ক আরোপিত রয়েছে। তবে কিছু পণ্যের উপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিম্নের সারণিতে এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নেগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য পণ্যের শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকারের বিষয়ে New Partnership for Trade Development Act (NPDTA) ২০০৯ বিল মার্কিন সিনেটে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য উক্ত বিলে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে গঠিত Enhanced Integrated Framework (EIF) Process এ বাংলাদেশ গত নভেম্বর ২০০৯ এ যোগদান করেছে। এই প্রক্রিয়ার আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংককে মনোনয়ন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক DTIS এর খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ স্টাডির মাধ্যমে একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, এ স্টাডি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংগঠন এবং দাতা সংস্থাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকবে বিধায় দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন এবং অর্থায়ন সহজ হবে।
- মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপনপূর্বক TRIPS Need Assessments প্রতিবেদন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুইজারল্যান্ড, ইইউ (EU), ইউএসএ বাংলাদেশকে TRIPS সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে। এ বিষয়ে সুইজারল্যান্ড সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ TRIPS article 31 (F) & (H) সংশোধনসহ অনুসমর্থন (Ratify) করেছে।

- গত ৩-৬ ডিসেম্বর ২০১৩ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও এর নবম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স এ দোহা রাউন্ডের কিছু বিষয়ে চুড়ান্ত নেগোশিয়েশনের পর ৩ টি ইস্যু অন্তর্ভূক্ত করে সর্বসম্মতিক্রমে 'বালি প্যাকেজ' গৃহীত হয়। প্যাকেজে অন্তর্ভূক্ত ইস্যু ৩ টি হ'ল- ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ, ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এবং কৃষি। ডেভেলপমেন্ট ইস্যুর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ সংশ্লিষ্ট ৪ টি ইস্যু এবং মনিটরিং মেকানিজম রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ সংশ্লিষ্ট ইস্যুর মধ্যে আছে (ক) শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত বাজার সুবিধা, খ) রুলস অব অরিজিন, গ) সার্ভিসেস ওয়েভার বাস্তবায়ন এবং ঘ) কটন ইস্যু। তবে ৪ টি ইস্যুর মধ্যে শুল্ক ও কোটা-মুক্ত বাজার সুবিধা, রুলস অব অরিজিন, এবং সার্ভিসেস ওয়েভার ইস্যুতে বাংলাদেশের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। বালি সিদ্ধান্তের ফলে আগামী মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিদ্যমান শুল্ক-মুক্ত সুবিধা স্কীম এর পরিধি বৃদ্ধি করবে এবং এতে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে।

- রুলস অব অরিজিন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত শুল্ক-মুক্ত স্কীমের জন্য সহজ ও স্বচ্ছ রুলস অব অরিজিন প্রবর্তন করার জন্য একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিসেস ওয়েভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সার্ভিসেস কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, সকল দেশকে ওয়েভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিতভাবে Preferencial Market Access প্রদানের জন্যও আহবান জানানো হয়েছে। এছাড়া ,উক্ত সম্মেলনে Trade Facilitation সম্পর্কে একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয়েছে।

- সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে UNCTAD এর সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সেবা খাতের মধ্যে গুরুত্ব ও সম্ভাবনাময় খাতে বর্তমান নীতিমালা রিভিউ করার কার্যক্রম গ্রহণ করে।
- ২০১১ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের ৪র্থ সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বছর (২০১১-২০২০ সাল) মেয়াদি একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা বাস্তবায়নের জন্য একটি ''জাতীয় কর্মপরিকল্পনা'' (National Plan of Actions) গৃহীত হয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এ গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয়। টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম গঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টিকফা এর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা বিগত ২৮ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় "GSP Action Plan" পর্যালোচনাসহ বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ, বালি প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং ইস্তাম্বুল প্লান অব এ্যাকশন বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক Tariffs on Fire, Electrical and Structural Safety Equipment, Public Tender Specifications, Double Fumigation-cotton, Diabetes Drugs, Currency Issues, Delayed Payment, Intellectual Property Rights (IPR), Regional Economic Development, TICFA Labour Affairs Committee TICFA Women's এবং Economic Empowerment Committee গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোরামে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিনিময় করার সুযোগ পাবে। এতে করে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

- **দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা)**

  সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত সাফটা এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত চুক্তি অনুযায়ী জোটের উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা) ১ জানুয়ারি ২০০৯ এ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য স্ব স্ব দেশের সেনসিটিভ তালিকা বহির্ভুত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্কহার ০ শতাংশ - ৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে। অন্যদিকে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ স্ব স্ব দেশের সেনসিটিভ তালিকা বর্হিভূত পণ্যসমূহের শুল্কহার ১ জানুয়ারী ২০১৬-এ ০ শতাংশ - ৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে। ইতোমধ্যে ভারত সেনসিটিভ তালিকা বর্হিভূত সমস্ত পণ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, ভারত ৯ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ থেকে স্বল্পোন্নত দেশসমুহের জন্য সেনসিটিভ তালিকায় পণ্য সংখ্যা ৪৮০ থেকে কমিয়ে ২৫ করেছে। বর্তমানে ভারতের সেনসিটিভ তালিকায় কেবল তামাক ও বিভারেজ পণ্য রয়েছে। পাকিস্তান সেনসিটিভ তালিকা বর্হিভূত পণ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-২ এর আওতায় সাফটাভুক্ত প্রত্যেক দেশ সেনসিটিভ তালিকার পণ্য সংখ্যা ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে । ভুটানের সেনসিটিভ তালিকায় মাত্র ১৫০টি পণ্য অন্তর্ভূক্ত আছে বিধায় তাদের সেনসিটিভ তালিকা থেকে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কোন পরিকল্পনা নেই। তবে মালদ্বীপ পণ্য সংখ্যা ২০ শতাংশ বেশী হ্রাস করেছে। ভারত ও শ্রীলংকা ২য় দফায় সেনসিটিভ তালিকায় পণ্যের সংখ্যা কমিয়েছে। বর্তমানে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখযোগ্য হারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

  সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন প্রদান করেছে। এতৎসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি এসব প্রতিবন্ধকতা ক্রমশঃ হ্রাস/দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

- **এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)**

  এসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ, যথা- বাংলাদেশ, ভারত, লাওস, দক্ষিন কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এসকাপভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্ত:আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণই এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড অদ্যবধি চুক্তিটি অনুসর্মথন করেনি। ২০০১ সালে চীন এই চুক্তি স্বাক্ষর করার

ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীন যোগদান করার পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) নামকরণ করা হয়। এই সব ট্রেড নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে চতুর্থ দফা নেগোসিয়েশন সমাপ্ত হয়েছে। এই নেগোসিয়েশনে শুল্ক ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে:

- সেবা খাতের বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহের বাস্তবায়ন;
- অশুল্ক বাধা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- খাতভিত্তিক রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত চুক্তি;
- আপটা চুক্তিতে মঙ্গোলিয়ার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি;
- আপটা'র সদস্য সংখ্যা বাড়ানো।

- **ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC)**

ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হয়। এ পর্যন্ত ৩০টি সদস্য দেশ এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট-এ স্বাক্ষর এবং ২৫টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। ২০০২ সালে ১০টি ওআইসিভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট কার্যকর হয়। TPS-OIC-এর আওতায় গঠিত Trade Negotiating Committee (TNC) ইতোমধ্যে প্রথম দফা বাণিজ্য আলোচনা সম্পন্ন করেছে। প্রথম দফা আলোচনায় সদস্য দেশসমূহ "Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC" (PRETAS) চূড়ান্ত করেছে। উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে PRETAS কার্যকর হওয়ার শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রথম তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড লাভ করেছে বিধায় উল্লিখিত তারিখ হতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করার বাধ্যবাধকতা নেই। বাংলাদেশকে ১ জানুয়ারি, ২০১৪ সাল হতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করতে হবে এবং তা ছয় বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

- **উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (ডি-৮)**

ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩ মে, ২০০৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ডি-৮ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২৫ আগষ্ট ২০১১ তারিখে ডি-৮ এ পিটিএ (Preferential Trade Agreement) কার্যকর হয়। এর ফলে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে আন্ত:বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রুলস অব অরিজিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত থাকার কারণে বাংলাদেশ ডি-৮ পিটিএ অনুসমর্থন করেনি বলে শুল্ক সুবিধা বিনিময় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মূল্য সংযোজন (Value Addition) ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করলেও অদ্যবধি অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ এতে সম্মত হয়নি।

- **বে অফ বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক)**

বিমসটেক জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ (Free Trade Area) গঠনের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবাখাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। এই চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment, (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (৬) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism

ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত টিএনসি'র ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯তম টিএনসি সভা ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ১১তম ও ১৮তম বিমসটেক টিএনসি সভায় (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৩) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বিমসটেক এর আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফাস্ট ট্র্যাক ও নরমাল ট্র্যাক অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক-এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বল্পোন্নত (বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভুটান ও নেপাল) দেশসমূহের জন্য এক বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, ফাস্ট ট্র্যাকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহের উপর স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অপরদিকে, নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দশ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য আট বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ১৯তম বিমসটেক টিএনসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এইচএস ২০০৭-এর আলোকে Fast Track Elimination ১০ শতাংশ, Normal Track Elimination ৪৮ শতাংশ, Normal Track Reduction ১৯ শতাংশ এবং Negative List ২৩ শতাংশ এর ভিত্তিতে ট্যারিফ সিডিউল সংশোধন করে সকল সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বিনিময় করা হয়েছে। Agreement on Trade in Goods নেগোসিয়েশান ২০১১ সালের মধ্যে শেষ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও তা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। তাই এ চুক্তির আওতায় শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

বাংলাদেশ এ যাবৎ চল্লিশেরও অধিক দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এসব চুক্তি মূলতঃ গুড উইল চুক্তি; এসব চুক্তিতে সাধারণত শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের কোন বিধান থাকে না। তবে ইরানের সাথে বাংলাদেশের একটি শুল্ক সুবিধা বিনিময় সংক্রান্ত অগ্রাধিকারমূলক চুক্তি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, আফ্রিকান ৫ টি দেশ, মেসিডোনিয়া, আইওআর-এআরসি-ভুক্ত দেশসমূহ ও মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। এছাড়া জর্ডান, গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি), মরিশাস, মায়ানমারসহ বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি সম্পাদনের বিষয়গুলো সরকারের পরীক্ষাধীন রয়েছে।